অমৃত বাজার পত্রিকা

৩ ভাগ } ১০ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন১২৭৭ সাল ১৩ ই জুন ১৮৭০খৃঃ অ } ১৯ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১০ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সোমপ্রকাশ সম্পাদক বলিয়াছেন যে, আলোয়ারের রাজাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সিংহাসন ত্যাগ করিতে বলা হউক। আর মধুকরী সম্পাদক বলিয়াছেন যে, ইংরাজী উঠাইয়া দিয়া বাঙ্গলা শিক্ষা দেওয়া হউক। অবশ্য বাঙ্গালীর মুখ দিয়া এরূপ কথা বাহির হইলে ভারতবর্ষের শত্রু পক্ষের বিশেষ হর্ষের কারণ হয় বটে, কিন্তু ফ্রেণ্ড একটা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিতেন যে, উহাতে তাহার তত আনন্দের কারণ নাই। উক্ত পত্রিকা দ্বয়ের সম্পাদক দিগের মধ্যে এক জন বায়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধ, আর এক জন অবগণ্ড শিশু। এক জনের বুদ্ধির ভ্রংশ হইয়াছে, আর এক জনের বুদ্ধির পরিপক্কতা হয় নাই। অতএব এই সমস্ত ব্যক্তি দিগকে দলস্থ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলে আমাদের কিছু মাত্র ক্ষোভ হয় না।

গত বৎসর ইনকম ট্যাকস কর্ত্তৃক যশোহরে শত করা ১০ টাকা, কৃষ্ণনগরে ৭ টাকা এবং ২৪ পরগণায় ৫ টাকা হিসাবে টাকা আদায় হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর ইনকম ট্যাকস আদায়ের নিমিত্ত ২৪ পরগণায় দুই জন, যশোহরে একজন এসেসর নিযুক্ত হইবেন। কৃষ্ণ নগরে আদবে এসেসর নিযুক্ত হইবেনা। যশোহরে অম্বিকা বাবু থাকিলেন। যে সমুদয় এসেসরগণ গবর্ণমেণ্টের "খয়ের খা" হইবেন বলিয়া গত বৎসর যশোহর হইতে এত অত্যাচার করিয়া টাকা আদায় করেন, তাহারা দেখুন এবৎসর গবর্ণমেণ্টের আর তাহাদের কথা স্মরণ নাই, লোকে তাহা দিগকে কিন্তু চিরকাল স্মরণ করিবে। এবারকার এসেসরগণ যেন এটি মনে রাখিয়া কাজ করেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি নিজামত দেওয়ান ছিলেন। ১৮৪৭ অব্দে ইনি রায় বাহাদুর ও অবশেষে রাজা উপাধি পান। দোষে গুণে ইনি মন্দ মানুষ ছিলেন না। পাল্লিয়ার মহারাজাও পরলোক গমন করিয়াছেন।

ডাক্তার পেইন কলিকাতার ১৪ আইন সংক্রান্ত রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন। ৯১৯২ বেশ্যা প্রথম ছয় মাসে রেজিষ্টার করা হইয়াছে। ইহার ৯১ জন ইউরোপীয়, ১৯৬২ মুসলমান ও ৭৯৩৯ হিন্দু। গত ডিসেম্বর মাসে সর্ব্ব শুদ্ধ ১০৬৯৬ জনের পরীক্ষা হয়, ইহার কেবল ৩০৩ মাত্র চিকিৎসার্থ হসপিটালে প্রেরিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকে গোপনে বেশ্যা বৃত্তি করে, ইহা দিগকে রেজিষ্টার করিবার যো নাই। ইহারা অধিকাংশই বড় মানুষদিগের দ্বারা রক্ষিত। আবার বিস্তর ভদ্র ও ইতর ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেও গোপনে ব্যবসায় করে। ইহাদের অনেকে বিবাহিতা। স্বামীর সম্মতি ক্রমেও কেহ কেহ পর পুরুষ গমন করে। এটি ইহাদিগের একটি উপার্জ্জনের পন্থা।

১৭৯৯ অব্দ হইতে ১৮০৩ অব্দ পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয়রা কি দরে জিনিস পত্র ক্রয় করিতেন ও চাকরের মাহিআনা কত দিতেন তৎসংক্রান্ত একখানি পুস্তক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাইয়াছেন। তখন একটি চলতি গোছ বাড়ির ভাড়া ৩২ টাকা ছিল ও ইহাতে পাঁচটি পরিবার থাকিতে পারিত। এক্ষণ একটি পরিবার উপযোগী বাড়ীর ভাড়া ইহার দিগুণ হইবে। খানসামার বেতন ৮ টাকা পাচকের বেতন ৬ টাকা ও মেথর ও সর্দ্দার বেহারা প্রত্যেকের বেতন ৪ টাকা ছিল। জন মুজুরের আজুরা প্রত্যহ এক আনা হইতে দেড়আনা পর্য্যন্ত ছিল। হাজার কাপড় কাচিলে ধোপা চৌদ্দ টাকা পাইত। শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকা ভাড়া ৷৹ আনা ছিল, এক্ষণ দেড় টাকার কম নয়। বড় কুকড়া আটটি, ছোট এগারটি, ও বেলে হাঁস ছয়টি টাকায় বিক্রীত হইত। ছয় পয়সায় বারটি ডিম ও ছয় আনায় বারখানি রুটি পাওয়া যাইত। ভাল তৈলের মন সাত টাকা ও ঘৃতের মন কুড়ি টা[illegible]ছিল। ভাল চাউল প্রায় দুইমন টা[illegible] বিক্রীত হইত। জ্বালানি কাষ্টের মন ৶০ টাকা। এক্ষণ চাউলের দর, প্রায় তিন গুণ বাড়িয়াছে, কিন্তু ঘি তেল ও কাষ্টের মূল্য কেবল দ্বিগুণ হইয়াছে।

বাবু আনন্দ মোহন বসু ইংলণ্ডে গিয়া তাহার অমৃত বাজারের বন্ধুগণের নিকট সেখান হইতে একখণ্ড ফটোগ্রাফ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা এই ফটোগ্রাফ খানা দেখিয়াছি। আনন্দ মোহন বাবু পূর্ব্বে যে রূপ ছিলেন, ইংলণ্ডে তাহা অপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছেন। এ দেশ হইতে যিনি যখন বিলাত গিয়াছেন তিনিই অপেক্ষা কৃত সুস্থ হইয়াছেন। আনন্দ মোহন বাবুর পরিচ্ছদ দেখিলাম ধুতি চাদর পীরাণ নয়, কিন্তু তিনি কোট হ্যাটও লন নাই, তিনি যে পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের তাহাকে করিয়া এক্ষণও ভরসা আছে। আনন্দ বাবু কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি বারিষ্টর হইবারও যত্ন করিতেছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ে এদেশীয় গণের মধ্যে ইনিই প্রথম প্রবেশ করিলেন। তাহার প্রবেশের কিছু দিন পরে, বোম্বাইর বাবা জি ঠাকুর যিনি গত বৎসর সিবিল সরবিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনিও প্রবেশ করিয়াছেন।

নবদ্বীপে এক্ষণ ৩১টী টোল আছে এবং ৯০ জন ছাত্র মাত্র অধ্যয়ন করে। টোলের অনেক গুলি নাম মাত্র। তাহাতে মোটে ছাত্র নাই, অধ্যাপকেরা নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্তি আশায় একটী টোল খুলিয়া রাখিয়াছেন। অধ্যাপকগণের মধ্যে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন হরমোহন তর্কচুড়ামণি রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত প্রসন্ন কুমার তর্করত্ন প্রধান।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সুযোগ্য ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটগণ কে সবডিবিশনের ভার অর্পণ না করিয়া ক্রমে উগ্র তরল মতি অপরিপক্ক আসিষ্টেণ্ট গণের হস্তে ন্যাস্ত করার অরাজনৈতিকতা ও অবিচার প্রতিপন্ন করিয়া সম্প্রতি কে একজন হিন্দু পেট্রিয়েটে

এক খানি পত্র লিখেন। কলিকাতায় এই রূপ জনরব যে, বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে উহা এক জন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক লিখিত এবং এই নিমিত্ত তাহার উপর ভারি বিরক্ত হইয়া দণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে মুঙ্গিরের ভুউবন নামক কোন মহকুমায় বদলি করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি, সেথান হইতে তাহাকে আর এক স্থানে পাঠাইবেন এবং এই রূপে কিছু দিন ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবেন। যত দিন ড্যাম্পিয়ার বেঙ্গাল সেক্রেটরিয়াট আফিসের কর্ত্তা ছিলেন, তত দিন বাঙ্গলায় এরূপ অবিচার হয় নাই তিনি টমশন অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট গণের যোগ্যতা অযোগ্যতার বিষয় ভাল রূপ জানিতেন। টমসন যখন প্রেসিডেন্সির কমিশনার ছিলেন, তখনই তাহার অনেক গুণের পরিচয় দেন। এবার যে টুক বাকি ছিল তাহা দেখাইতে বসিয়াছেন। টমশন সাহেব যেন দণ্ড দ্বারা তাহার অধীনস্থ ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট গণের মুখবন্ধ করিয়া রাখিবেন, কিন্তু এদেশে আরো লোক অছে, তাহারা তাঁহার তত অধীন নয়। তিনি অবিচার করিলে লোকে তাহার প্রতিবাদ করিবে, সে বিষয় তিনি নিশ্চয় জানিয়া রাখুন। ফল টমশন সাহেব সব ডিবিশনে সমুদয় আসিষ্টেণ্ট গণকে পাঠাইয়া দেশের কত অমঙ্গল করিতেছেন তাহার পরিচয় তিনি অচিরে পাইবেন। আমরা এক্ষণ তাহার কিছু মাত্র উল্লেখ করিব না।

লেফটেনাণ্ট গবরণর কমিশনার গণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদের অধীনস্থ বিভাগের কার্য্যের অনিষ্ট না হইয়া কোন ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে কি না, এবং পোলিসেরও কোন ব্যয় সংক্ষেপের সম্ভব আছে কি না। এতদ্ভিন্ন ইনকম ট্যাকসের পরিবর্ত্তে এদেশে ব্যয় সংকুলনার্থে কোন্ ট্যাকস বসাইলে লোকের সুবিধা হইতে পারে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। কমিশনর গণ যে রূপ হইয়া থাকে এ আদেশের এক খণ্ড প্রতিলিপি মাজিষ্ট্রেটের ও মাজিষ্ট্রেটেরা ডিপুটী গণের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমরা শুনিতেছি কোন২ ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটরা আমাদের প্রস্তাবিত বিবাহ করের সাপক্ষতা করিয়া লিখিয়াছেন!

গণেশ সুন্দরীকে লইয়া কলিকাতায় আবার ভারি গোল। যখন গণেশ সুন্দরী গৃহ পরিত্যাগ করে তখন খৃষ্টান ভিন্ন সকলেই বলেন যে তাহার এরূপ করার উদ্দেশ্য কেবল বিবাহ। খৃষ্টানেরা বলেন যে, গণেশ খৃষ্টের প্রেম পিপাসায় কাতর হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করে এবং ভন সাহেবের নিবারণ স্বত্বেও সে অবিলম্বে ব্যাপটাইজ হয়, তাহারা আরো বলেন যে গণেশ আজ তিন বৎসর পর্য্যন্ত খৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ পাইয়াছে এবং সুদ্ধ সে নয়, তাহার মাতা ভগ্নী সকলেই খৃষ্ট ধর্ম্ম বিশ্বাস করে। মিস মার্থা যদিও আজ এক বৎসর মাত্র গণেশ সুন্দরীকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন তথাচ তাহার মাতুল আলয় যে গ্রামে সেখানে খৃষ্টান আছে এবং এই মামার বাড়ীর সম্পর্কে সে নাকি আজ তিন বৎসর খৃষ্টান হইয়াছে। এক্ষণ শুনা যাইতেছে যে, সে আর একটী কারণ বশতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হয়। এদেশের বিধবা গণের যে রূপ দুরূহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহাতে গণেশ সুন্দরীর খৃষ্টান হওয়ার, কি বিবাহ করিবার নিমিত্ত কি অন্য কোন কারণে বহির্গত হওয়ায় আমরা আশ্চর্য্য হই না, কি তাহাকে কোন দোষও দেই না. তবে খৃষ্টান গণের ভারিপ বটে। গণেশ সুন্দরী গৃহ হইতে যে বহির্গত হইয়াছে, আর অমনি খৃষ্টের প্রেমে ঢুলু ঢুলু দেখিতে আরম্ভ করিলেন, মিসমার্থা যদিও তাহাকে এক বৎসর ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন, খৃষ্টান গণ বলিলেন, সে, তাহার ভগ্নী এবং তাহার মাতা সকলই খৃষ্টেকে করিয়া বিশ্বাস করে এবং গণেশ আজ ৩ বৎসর কৃষ্টান হইয়াছে এবং সে কেমন কারয়া? না তাহার মামার বাড়ী যে গ্রামে সেখানে কৃষ্টান আছে! ভন সাহেব অমনী গণেশ সুন্দরী কৃষ্ট ধর্ম্ম কত দুর শিক্ষা পাইয়াছে তদ প্রতিপাদনার্থে তাহাকে যে সমুদয় দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং গণেশ তাহার যে উত্তর দেয় তাহা প্রকাশ করিলেন। একেবারে কোন দিকে কোন ফাক নাই। চারি দিকে লেফেপা দুরস্ত। দেখি এক্ষণ আবার তাহারা কোন্ খেলা খেলেন।

চাকদহার দশহরার যোগ॥

এবার দশহরার যোগে চাকদহা নবদ্বীপ ও কালিঘাট প্রভৃতি স্থানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। যোগটী তত ভারি নয়, তথাচ বিস্তর লোকে এবার গঙ্গা স্নানের নিমিত্ত আইসে। রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী এবং কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানের লোকেরা কালিঘাট গমন করে, কিন্তু যশোহর এবং কৃষ্ণনগরের লোকেরা নবদ্বীপে ও চাকদহায় স্নান করিতে উপস্থিত হয়। যতলোক উপস্থিত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে কায়স্থের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম এবং চাঁড়াল কৈবর্ত্ত প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইহার মধ্যে শতকরা ৫০ জন বিধবা, ২৫ জন পুরুষ এবং ২৫ জন কুমারী ও সধবা স্ত্রী। বোধ হয় এই দুই স্থলে ২৫ হাজার লোকের সমাগম হয়। যশোহরের পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই অধিক লোক আইসে। রমণীগণের মধ্যে যুবতী, বৃদ্ধা, নবপ্রসুতী, গর্ভবতী, বালিকা সমুদায় আছে। প্রায় এক এক দল স্ত্রী আর তাহাদের নেতা একজন পুরুষ সঙ্গ। অনেক দুর হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের মাথায় একটী থো লিয়া ও তাহাতে চালি চিড়ে ঘটি বাটী প্রভৃতি রহিয়াছে! অনেক রমণীর মাথায় এই রূপ মোট, কক্ষে ছেলে, এবং এই অবস্থায় ক্রমাগত চারি পাচ দিনের পথ চলিয়া আসিতে হইয়াছে। কুলকামিনীগণ যাহারা হয়ত কখনই গ্রামের প্রান্তে আইসে নাই, যাহারা জীবনের মধ্যে দুই ক্রোশ পথ হাটে নাই, তাহাদের এ দীর্ঘ পথ ভ্রমণে পা ফুলিয়া গোদ হইয়াছে, পথ শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে শরীর বিবর্ণ হইয়াছে রৌদ্রে অনিদ্রায় হতশ্রী ও মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাচ গঙ্গা স্নানের উৎসাহ কিছু মাত্র ভগ্ন হয় নাই। মেয়েরা সমুদয় শুকরের পালের মত উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছে, দিবা রাত্র ক্ষান্ত নাই, রাত্রে সকলে সুমধুর স্বরে গান করিতে করিতে, ও কখন২ হুলুধ্বনীতে গগন কম্পিত করিয়া গমন করিতেছে; যাহারা সঙ্গতিপন্ন তাহারা ঘর ভাড়া করিয়া রসুই বাস করে, নথবা আর সকলকেই প্রায় বনে ও বৃক্ষ তলে বিশ্রাম করিতে হয়।

স্ত্রীলোক প্রায় গৃহে আবদ্ধ থাকে, তাহারা গঙ্গাস্নান সুযোগে শৃংখল কাটিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া পৃথিবীর আর এক শোভা দেখে, তাহারা স্বাধনতা পিযুস পান করিয়া উন্মত্তা হয় এবং শরীরে কোন ক্লেশ বোধ থাকেনা! পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির লজ্জা ও সুশীলতা অধিক থাকা তাহাদের প্রকৃতি মুলক বলিয়া প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সত্ত বতঃ তাহাদের লজ্জা সরম প্রবলতর, কিন্তু গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া হয় ধর্ম্ম ভাবের প্রবলতা নিবন্ধন অথবা সহসা স্বাধীন অবস্থায় উপনীত হইয়া তাহারা উন্মাদ হয় বলিয়া তখন তাহাদের কোন জ্ঞানই থাকেনা। বিশেষতঃ এদেশে

এখান হইতে ৬ ॥৭ ক্রোশ দূরে ভুরুলে নামী একটী নদী আছে ইহা বঙ্গ পুত্রের একটী শাখা এই নদীতে ভুরুলী নামক একটী পার হইবার ঘাট আছে॥ এই রূপ কথিত যে, মনসার কাহীনিতে চাঁদ সদাগরের সাত পুত্রের যে সাত ডিঙ্গা জলমগ্ন হইবার যে কথা আছে তাহা এই খানেই ঘটিয়াছিল ॥

—আন্দামান দ্বীপের আদিম বাসন্দাগণ ক্রমেই লুপ্ত প্রায় হইতেছে ॥ এক্ষণ তাহাদের সংখ্যা হাজারের বেশী হইবে না॥ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় কেহ বাঁচে না, কেবল একটি পরিবারের দুটি জীবিত সন্তান আছে এবং বালকগণ প্রায় কৃশ ও দুর্ব্বল॥ কেবল এক ভারতবর্ষ ছাড়া ইউরোপীয়রা যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন, সেখানকার আদিম বাসন্দার লোপ হইয়া গিয়াছে॥ পর দেশ অধিকার যে পাপ তাহার ভয়ংকর শাস্তি ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এক একটি আদিম বাসন্দার পতন হইতেছে, আর জেত্ জাতিতে এক একটি মনুষ্য হত্যার পাপ বর্ত্তিতেছে॥

—পুর্ণিয়া হইতে উর্দ্দু গাইডে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক এদেশে যত কেন উপকার করা হউক না, পরপরট্যাক্স সৃষ্টি দ্বারা তাহা সমুদায় ধৌত হইয়া যাইতেছে॥ এই নিমিত্ত লোকে এত বিরক্ত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ রাজ্যের স্থায়িত্বের পক্ষে তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা নাই॥ এক জন অনাথার ক্রন্দনে শত বৎসরের দৃঢ় স্থাপিত রাজ্যও ধ্বংশ হইতে পারে ॥

—কলিকাতা বাসীগণ ইনকম ট্যাকসের বিরুদ্ধে যে আবেদন করিয়াছিলেন, গবর্ণর জেনারল তাহা ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ॥

—ইতি মধ্যে আগরায় একটি বৃহৎ সভা হইয়াছিল ॥ ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট ইনকম ট্যাকসের বিরুদ্ধে ইহারা আবেদন করিয়াছেন ॥

বিবিধ।

উচ্চতর বিদ্যা উঠিয়া যাইবে শুনিয়া এদেশস্থ লোকে বড় ব্যাকুলিত হইয়াছে তাহা দিগকে সান্তনা করিবার নিমিত্ত হাওএল সাহেব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি সম্প্রতি কিরূপ বক্তৃতা করিবেন তাহার পাণ্ডু লিপি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে তাহার অনুবাদ।

"হে প্রিয় বঙ্গবাসী গণ! হে মহারাণীর প্রিয় প্রজা গণ শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়া মনের দুঃখ ও ভয় দূর কর। উচ্চতর বিদ্যা উঠাইবার যে আমরা প্রস্তাব করিয়াছি আহাতে তোমরা ভয় পাইওনা বরং উহার নিমিত্ত আমাদের ধনাবাদ কর। আমরা ধন্যবাদের প্রত্যাশী নয় ধন্যবাদ করবে বলিয়া আমরা কোন কায করিনা, কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটী করা কর্ত্তব্য নয়; তোমাদের ধন্যবাদ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ তোমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবা বলিয়া আমি একটু চুপ করিলাম, এই অবসারে তোমরা সকলে আমাকে ধন্যবাদ কর। (হাওএল সাহেব এখানে টিপ্পনি কাটিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন যে ইহা বলিলে দুর্ব্বল বাঙ্গালি আমাকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারিবেনা আমি বলিব)। আমি অতিশয় বাধিত হইলাম আর আমার ইচ্ছা যে আপনারা বরাবর এই রূপ কর্ত্তব্য পরায়ণ থাকুন। এই দেখুন উচ্চতর বিদ্যা উঠাইবার ফল হাতে হাতে দেখুন। এই যে আপনারা আমাকে ধন্যবাদ করলেন যদি উচ্চতর বিদ্যা এখানে কিছু কাল প্রচলিত থাকে' তবে এরূপ অবস্থায় কি বাঙ্গালিরা আর ধন্যবাদ করিবে? যাহাতে আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় এরূপ বিদ্যায় ফল কি? (টিপ্পনি॥ এখানে একটু চেঁচাইয়া কথা বলিতে, টেবলে একটা চপটাঘাত করিতে হইবে)

আমরা তোমাদের পরম বন্ধু। তোমামাদের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল! (হাওএল সাহেব এই দুইটী ছত্র কাটিয়াছেন, কাটিয়া আবার শুদ্ধ করিয়া এই রূপ লিখিয়াছেন) তোমরা আমাদের পরম বন্ধু। আমাদের মঙ্গলেই তোমাদের মঙ্গল। সেখানে তোমাদের এরূপ ভয় কেন হয় যে আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিব? দেখ দেখি কত টাকা মাহিয়ানা দিয়া তোমাদের নিমিত্ত কত দূর হইতে ভাল ভাল গবর্ণমেণ্টের চাকর আনিয়া থাকি। ইংলণ্ড অতি শীত প্রধান দেশ, কিন্তু তবু আমরা এই উত্তপ্ত ভারতবর্ষে আসিয়া যে পড়িয়া রহিয়াছি এ তোমাদের জন্য না আমাদের জন্য? (টিপ্পনি। যদি কোন ধূর্ত্ত বাঙ্গালি এখানে বলিয়া ফেলে "তোমাদের জন্য", তবে সে কথাটা শুনিয়াও শুনিব না) অতএব হে বঙ্গ বাসী গণ, তোমরা আমাদিগকে সন্দেহ করিও না। যদি আমাদিগকে তোমাদের কোন অনিষ্টও করিতে দেখ, তবু মনে যেন দ্বিধা উপস্থিত না হয়, কারণ আমি সপথ করিয়া বলিতেছি তোমরা আমাদের পরম বন্ধু। আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিব? ইহা কি সম্ভব, আর ইহা যদি সম্ভব হয় তবে ইহাও সম্ভব যে তোমরা আমাদের প্রিয় নয়। অতএব তোমরা নিরুদ্বেগে, হর্ষ মনে কাল যাপন করিতে থাক আমরা যাহা করিতেছি তাহা করিতেছি ও যাহা করিব তাহা করিব। তোমরা স্বচ্ছন্দ মনে তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাক।

ইহার পরে আর আমার কিছু না বলিলেও চলে, কিন্তু তবু উচ্চতর বিদ্যা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কি তাহা আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। গবর্ণমেণ্টের টাকার বড় অনটন, এত অনটন যে উহা পুরাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের অকর্ম্মণ্য অপদার্থ উচ্চ বেতন ভুক কতকটী ইংরাজ ভূতাকে কর্ম্ম হইতে অবসর করিবার মনস্থ করেন, কিন্তু দয়ার সাগর গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারিলেনে না, এমত স্থলে কিরূপে তোমাদিগের ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দেই। টাকা থাকিলে গবর্ণমেণ্ট এরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে কখন তাচ্ছিল্য করিতেন না।

দ্বিতিয়তঃ কৃষক দিগের প্রতি কি তোমাদের একটু দয়া মমতা আছে? হে নির্দ্দয় ভদ্র লোক গণ, কৃষকেরা ত তোমাদের দেশ বাসী। কতকাল আর তাহা দিগকে মূর্খতা রূপ অন্ধ কূপে নিক্ষপ্ত করিয়া রাখিবে। হা কৃষক গণ, তোমাদের নিমিত্তই আমরা কেবল আমাদের অভিলষিত কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইতেছি। (টিপ্পনি, এখানে একটু চোখ মুছিতে হইবে) দয়ার নিধি গবর্ণমেণ্ট আর কৃষক দিগের প্রতি তাচ্ছিল্য করিবেন না। গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় সংকল্প যে উচ্চতর বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় এপর্য্যন্ত করা হইয়াছে কৃষক দিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে তাহার দ্বিগুণ অর্থ, ত্রিগুণ অর্থ ব্যয় করিবেন॥

তৃতীয়তঃ আর একটী কথা বলি বলিয়া সমাপ্ত করিব। তোমাদের একটা দোষ আছে, তোমরা সকল বিষয় গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রত্যাশা কর॥ তোমরা মানুষ না? গবর্ণমেণ্ট কর লাইবেন রাজ্য শাসন করিবেন, প্রজার বিদ্যা শিক্ষা হইল না হইল তাহার কি ধার ধারেন? গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত তোমাদের নিমিত্ত, বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত, বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, এখন কি ভদ্র লোক কি কৃষক কাহারো নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক পয়শাও ব্যয় করিবেন না। বুঝলেন, আমি অদ্য বিদায় হইলাম, মনে কিছু সন্দেহ করিও না, তোমরা আমাদের পরম বন্ধু॥

প্রেরিত

সম্পাদক মহাশয়।

অনুগ্রহ করিয়া এই দরখাস্ত খানি পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

মহামহিম শ্রীযুক্ত ডেঃ মাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর

মোং বনগ্রাম প্রবল প্রতাপেষু।

দরখাস্ত শ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী সাং শান্তিপুর মোং বনগ্রাম নিবেদন এই যে আমার মাতা ঠাকুরাণী প্রায় তিন মাস হইতে ক্ষিপ্ত হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছেন। তাহাতে বহুতর স্থানে অনুসন্ধান করায় কোথায় ঠিকানা না পাওয়াতে তাঁহার নাম ও হুলিয়া নিম্নে লিখিত পূর্ব্বক দরখাস্ত করিতেছি যে, যে কেহ আমার মাতা ঠাকুরাণীকে অনুসন্ধান করিয়া আমার নিকট যে কোন ছবিলে তাঁহাকে পাঠাইবেন, তাঁহার পাঠানর যে খরচ লাগিবে তাহা এবং ২৫৲ টাক পারিতোষিক দিব। আর যদি কেবল অনুসন্ধান করত প্রাপ্ত হইয়া সতর্ক পূর্ব্বক আটক রাখিয়া আমাকে সংবাদ করিবেন, তাহার লোকের আজুরা এবং ২৫৲ টাকা পারিতোষিক দিব। অতএব এই সকল বিবরণ লিখিত পূর্ব্বক জেলা নদিয়া ও জেলা চব্বিশ পরগণা ও জেলা যশোহরে এতাহার জারি হওনের হুকুম প্রদান হয়।

নাম ও বিবরণ;

শ্রীস্বর্ণ ময়ী দেব্যা সাং শান্তিপুর। পিত্রালয় মেহের পুর প্রদেশের অন্তর্গত সীকারপুর দহকোলা গ্রাম। বয়স আনুমানিক ৫০ বৎসর। শ্যাম বর্ণ, মধ্যমাকৃতি কিন্তু কৃশ হওয়ার দরুন কিছু দীর্ঘ বোধ হয়। চক্ষু স্বাভাবিক। চক্ষের পাতায় তিল আছে। ওষ্ঠ আঁচিলী ভুরু স্বাভাবিক. নাশিকা কিঞ্চিৎ লম্বা, কেশ দীর্ঘ এবং সম্মুখের দিকে অল্প২ পক্ক হইয়াছে। দেবতাতে অতিশয় ভক্তি ও কখন২ পূজা করেন। ভুত প্রেতে বিশ্বাস পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করেন। অত্যন্ত অভিমান প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বদা গান করেন অর্থাৎ যে সময়ে বিশেষ উন্মত্ত হন।

সম্পাদক মহাশয়।

এখানে একটী বাহাদুরে হাকিম আছেন। লোকে যত প্রবীণ হয়, তত শীতল ও শান্ত স্বভাব ধারণ করে। কিন্তু আমাদের হুজুরের যত বয়স বাড়িতেছে, ততই রক্ত গরম হইয়া উঠিতেছে। বত্রিশ সিংহাসনে বসিলেই হুজুরের ঘাড়ে ভূত চাপে। তখন বাঞ্ছা রামের দিক বিদিক জ্ঞান থাকে না। কতই প্রলাপ বকিতে থাকেন এবং উপদ্রব আরম্ভ হয়। ফলতঃ হুজুর নানা প্রকার অনুচিত আচরণ করিয়া আপন উচ্চ পদের অপমান ও স্বজাতির কলঙ্ক করিতেছেন। আর একটী দুঃখের বিষয় এই যে দুই এক জন লেখা পড়াওয়ালা খোসামুদে লোক মাঝে২ হুজুরের লেজ মোটা করিয়া দিয়া থাকেন, সে যাহা হউক, আমাদের হুজুরের যশ ত আর এ অঞ্চলে ধরে না,

সম্পাদক মহাশয়! আপনি এক জন দেশের মড়ল আপনার নিকটেও কিঞ্চিৎ যাওয়া উচিত। হুজুর সাধারনের নিকট অপ্রতিভ ও হাস্যাস্পদ হন, আমাদের এরূপ ইচ্ছা নহে। তাঁহার স্বভাব সংশোধন ও অনিষ্ট নিবারণ হয়, কেবল ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই জন্য এবার ইঙ্গিত মাত্র করিলাম॥ যদি ইহাতেও মহাপুরুষ দোরস্ত না হন ও আপন পদের উপযুক্ত কার্য্য না করেন, আমরা হুজুরের নাম ও কুলজী বাহির করিতে বাধ্য হইব।

বর্দ্ধমান।

পদার্থ বিদ্যা ও যন্ত্র বিজ্ঞাপন।

পদার্থ বিদ্যা ও যন্ত্র বিজ্ঞাপন মানব জাতির সুখ স্বচ্ছন্দ বর্দ্ধনের একটি প্রধান উপায়। বাণিজ্যার্থ বাণিজ্য তরি দেশ রক্ষা ও জয়ার্থ রণপোত, শীঘ্র গমনাগমনার্থ বাষ্পীয় শকট ও অন্যান্য যান এবং নানাবিধ জীবনের উপযোগী যন্ত্র পৃথিবীর সভ্য জন পদ সকলে ব্যবহৃত হয়। কত সহস্র বৃহৎ যন্ত্র এক্ষণে পৃথিবীতে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু আমরা বঙ্গবাসীরা কি সেই সকলের মধ্যে একটিকেও আমাদের বলিতে পারি? কখনই না। পূর্ব্ব প্রচলিত যে সকল যন্ত্র (যথা চরকা ও ঐ প্রকার অন্যান্য যন্ত্র সকল) দুই সহস্র (!) বৎসর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে তাহাই রহিয়াছে। এ দেশীয় প্রদর্শন স্থলে অনেক যন্ত্র আনীত হয়; কিন্তু কি লজ্জা! বঙ্গ দেশীয় যন্ত্র তাহার মধ্যে একটীও থাকে।

কেন? আমরা কি উপায়াভাবে কিছুই করিতে পারিতেছি না? বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ত আমরা প্রতি বৎসর এক শত বি, এ, এম, এ, প্রাপ্ত হই॥ তাঁহারা কি চেষ্টা করিলে কিছুই করিতে পারেন না? না পারিবার কোন কারণ ত আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আইসে না॥

কি প্রকারে তাঁহাদের সম পণ্ডিত সকল ইংলণ্ডে ও অন্যান্য স্থানে উক্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হন? আর কিছুই না, কেবল মনোযোগ ও যত্ন দ্বারা। তাহা আমাদের নাই কেন?

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়াই শিক্ষিত ভ্রাতাদিগকে কোন না কোন জীবিকার নিমিত্ত ব্যস্ত হইতে হয়; যদ্যপি ঈপ্সিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে ধন উপার্জ্জনে কায় মনঃ অর্পণ করেন, এখন কি দেশের বিষয় আলোচনা করেন, এমন একটুঁ অবকাশ প্রাপ্ত হন না। তাঁহাদের প্রত্যেকের এটি জানা উচিত যে "বিদ্যা দ্বারা যেমন পণ্ডিত হওয়া আবশ্যক, সেই রূপ কাজের লোক হওয়া আবশ্যক। তিনি বিদ্যাবান হইয়াছেন; কিন্তু এক জন অশিক্ষিত কৃষক যে কার্য্য করিতে পারে, তিনি তাহাও পারেন না; তবে বঙ্গ দেশ তাঁহাকে লইয়া কি করিবে? তাঁহার বিদ্যাভ্যাসে যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহাতে একটি পুস্তকালয় করিলে হয় ত অধিক উপকার হইত"

অপর, যদি অকৃতকার্য্য ও তজ্জন্য নিরাশ হন, তাহা হইলে (কোন কোন শিক্ষিত ভ্রাতা) আপনাদিগকে নিরর্থক বিবেচনা করিয়া এই সংসার হইতে শীঘ্র২ প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করেন।

শিক্ষিত সমাজের ত এই অবস্থা, তবে আর কাহারা যন্ত্র বিজ্ঞান আলোচনা ও যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন? নির্ম্মাণ দূরে থাকুক, বাষ্পীয় শকট বহু দিবস হইল এদেশে পরিচালিত হইতেছে সহস্র২ ব্যক্তি ত তাহা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতেছেন, কিন্তু বোধ হয় প্রতি সহস্রে এক ব্যক্তিও তাহা কি উপদানে নির্ম্মিত হইয়াছে ও ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন না। কেবল "সাহেব কোম্পানির" অসাধারণ বুদ্ধি নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াই চরিতার্থ হন।

যাহা হউক, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, কিন্তু কৃত বিদ্য দিগের নিকট আমাদের কেবল এই মাত্র প্রার্থনা, যে প্রতিদিন যেন অন্যূন এক ঘটা ও যন্ত্র বিষয়ক উন্নতি সাধনে প্রদান করেন, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে আমরা স্বরচিত কত নূতন যন্ত্র ব্যবহার করিতে পাইব এবং যাঁহারা বাঙ্গালীদের ক্ষমতার অল্পতা জ্ঞান করেন, তাঁহারা দেখিবেন যে তাঁহারা যত মনে করেন আমরা তত অক্ষম নহি।

শ্রীব—

বিজ্ঞাপন

কর্ম্মখালী।

কালিয়াচক সাহায্যকৃত ইংরেজী স্কুলের নিমিত্ত এক জন প্রধান শিক্ষকের আবশ্যক। বেতন ৫০ টাকা। যাহারা এল এ পাস না করিয়াছেন তাহাদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই॥ এফ, জে, রাইচ, সাহেবের নিকট সালদহে আবেদন করিতে হইবে॥

হাবড়ার অন্তঃপাতী রামেশ্বরপুর বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে, মাসিক বেতন ১৬ টাকা। কর্ম্ম প্রার্থিগণ স্ব স্ব আবেদন পত্র বাগাণ্ডা স্কুলের হেড মাষ্টর শ্রীযুক্ত বাবু সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইবেন।

জগদ্বল্লভপুর পোষ্ট আফিস ৮ই জুন ১৮৭০ } শ্রীরাধামাধব গুপ্ত শ্রীদুর্গানন্দ গুপ্ত সম্পাদক।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুর বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে, মাসিক বেতন ২০ টাকা॥ কর্ম্মাকাঙ্খিগণ সত্বরে স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের নকলসহ আমার নিকট আবেদন করিবেন।

সন ১৮৭০ সাল তারিখ ১ জুন } শ্রীপ্যারী মোহন বসু স্কুল সমূহের ডেপূটী ইনস্পেক্টর, বগুড়া।

Compiled from Collier's "British Empire", "Student's Hume", and Keightley's "History of England" with notes and Appendices. Price 12 As. To be had at Majumdar's Depository, No 11, College Square and the School Book Society's Depository.

বিজ্ঞাপন॥

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন

শ্রীচন্দ্র নাথকর্ম্মকার

অমৃতবাজার নেটিবডাক্তার

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার ও এনগ্রেবার। ৫৮ নং বাটি, পটটোলা, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা। অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটী রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ স্ট্রীট বাণার্জ্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ২৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততাধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যশোহর অমৃতবাজার

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কূল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়াপাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	১৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৪৸০	১৷০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৶
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়॥